Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 5, ISSUE 2 MAR-APR, 2011

ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা

উন্নত জীবনের সন্ধানে

প্রতি বছর আমেরিকা-ক্যানাডায় সপরিবারে ইমিগ্র্যান্টরা আসছেন উন্নত জীবনের সন্ধানে, নতুন জীবনের সন্ধানে। আসলে কি সবাই প্রকৃত অর্থে উন্নত জীবনের সন্ধান পাচ্ছেন? অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের জানা প্রয়োজন এই উন্নত জীবনের সংজ্ঞা কী? উন্নত জীবন মানে কি উন্নত দেশে বসবাস করা, উন্নত ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, উন্নত ব্যাংকিং সিস্টেম, উন্নত টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, উন্নত শপিং সিস্টেম, উন্নত বিজনেস সিস্টেম, উন্নত এডুকেশন সিস্টেম ইত্যাদি। নাকি সেইসাথে ডলার ইনকাম, আলিশান বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি, সন্তানদের ভাল ইউনিভার্সিটি, নিজেদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি। নাকি জীবনে এর বাইরেও আরো কিছু রয়েছে? আসলে এগুলো চাওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। তবে আমার মনে হয়, আমরা আমাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য one-way চিন্তা করছি। বস্তুত উন্নত জীবনের জন্য উপরের এই সব চাহিদা ছাড়াও আরো কিছু রয়েছে যার অভাবে উন্নত জীবনের সন্ধান পেয়েও কারো কারোর ব্যক্তিগত জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এই ভারসাম্যহীনতার কারণে জীবনের একদিকের চাহিদা পূরণ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে সংসারে প্রকৃত সুখ আসছে না বা পূর্বে যতটুকু ছিল তা দিন দিন অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

যেসব পরিবার দেশে খুব সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছিলেন আমেরিকা-ক্যানাডা আসার পর তাদের অনেকের পরিবারেই আজ নেমে এসেছে অশান্তির ছায়া। স্বামী একদিকে, স্ত্রী আরেক দিকে এবং সন্তানরা

----বাকি অংশ ২য় পাতায়

ভেতরের পাতায়

ইবলিস শয়তানকে চেনার চেষ্টা করুন	2	মহিলা সাংবাদিকের মুসলিম হওয়ার ঘটনা	5
নিজের অন্তত পাঁচটি দোষ খুঁজে বের করুন	2	পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা নিষেধ	5
আপনার নামাযের কোয়ালিটি কিভাবে উন্নত করবেন	3	নতুন নতুন বানানো দুরূদের রহস্য	6
সুন্দর ও অসুন্দর কথা	4	আপনার সন্তানের শিক্ষা, রিলিজিয়াস রাইটস	7

From the Qur'an:

📖 আর তোমাদেরকে যদি কেউ দু'আ করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দু'আ কর, তার চেয়ে উত্তম দু'আ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। [সূরা আন-নিসা, ০৪ ঃ ৮৬]

From the Hadith:

📖 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম করে। [আবু দাউদ]

দিশেহারা। কেউ কারো কথা শুনছে না, যে যার মতো চলছে। অনেক ছেলেমেয়েরাই আবার পিতা-মাতার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যেখানে সন্তানদেরকে শাসন করার কারণে সন্তান পিতা-মাতার বিরুদ্ধে পুলিশ কল করেছে। আবার স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা না হওয়াতে স্ত্রী পুলিশ কল করেছে স্বামীর বিরুদ্ধে বা স্বামী করেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং সমাধান হিসেবে তারা পেয়েছেন হয় স্বামী জেলে বা স্ত্রী জেলে, সন্তানেরা হচ্ছে অবহেলিত, আর মাঝখান থেকে লাভবান হচ্ছে আইন ব্যবসায়ী বা উকিল। কী করুণ পরিণতি!

আমরা টরন্টো ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে নন-মুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতী কাজ এবং আল-কুরআনের গবেষণা করে থাকি। এই সেন্টারটি কমিউনিটি সার্ভিসের অংশ হিসেবে মুসলিম ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশন এবং ফ্যামিলি কাউন্সেলিং করে থাকে। আমরা ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশন এর পাশাপাশি ফ্যামিলি কাউন্সেলিং এর অংশ হিসেবে আরো কিছু ফোন কল পেয়ে থাকি যা সাধারণত মহিলারাই বেশী করে থাকেন। তাদের কলের মূল বিষয় হচ্ছে divorce solution অর্থাৎ অনেক মুসলিম মহিলাই divorce-এর জন্য আমাদের পরামর্শ চান। দেখুন কী দুঃখের বিষয়! আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে আমরা সুদূর আমেরিকা-ক্যানাডা এসেছি সুখের সন্ধানে। কিন্তু কিসের অভাবে আজ সেই সুখের পরিবারটির মধ্যে নেমে আসছে দুঃখের ছায়া! কেনইবা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাচ্ছেন? কেনইবা সন্তান ভাগাভাগি নিয়ে হাজির হতে হচ্ছে কোর্টে? দীর্ঘ দিনের সংসার যাচ্ছে ভেঙ্গে!

আসুন খুব গভীরভাবে চিন্তা করি, কোথায় এর সমাধান? আসলে এর সমাধান দিতে পারে একমাত্র আল-কুরআন। আমরা প্রতিদিন নামাযে সূরা ফাতিহার মধ্যে বলছি 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে সহজ-সরল সঠিক পথ দেখাও'। আর নামাযের পরে আমি চলছি অন্য পথে। অর্থাৎ নিজের মনমতো মনগড়া পথে। আর এটিই হচ্ছে মূল সমস্যা। কেননা আল কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। আল কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলই হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্যে। বিশ্বাস করুন, আল-কুরআনে সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে। তাই কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়ুন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে এবং নিজ পরিবারকে গাইড করার চেষ্টা করুন। ইসলামিক মাইন্ডেড লোকদের সাথে মিশুন; সম্পর্ক রক্ষা করে জীবনযাপন করতে চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ দেখবেন এই প্রবাসেও আপনার পারিবারিক শান্তির ধারা অব্যাহত থাকবে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আমিন।

----সম্পাদক

ইবলিস শয়তানকে চেনার চেষ্টা করি

ইবলিস শয়তানদের মধ্যেও জবাবদিহিতা বা accountability হয়। ইবলিসের দল সারা দিন যত কাজ করে দিন শেষে তা তাদের লীডারের কাছে রিপোর্ট দিতে হয়। এক এক করে সবাই যে যা আকাম-কুকাম করেছে লীডারের কাছে তার বর্ণনা দিতে থাকে এবং লীডার মোটামুটি বা কোন রকম সন্তুষ্ট হয়। যখন কোন শয়তান রিপোর্টে বলে যে সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে তখন লীডার সবচেয়ে বেশী খুশি হয় এবং যে শয়তান এই কাজ ঘটিয়েছে তাকে পুরষ্কার দেয়া হয়। শয়তান সবার পেছনে ২৪ ঘন্টা লেগে আছে। সে আপ্রাণ চেষ্টায় থাকে কিভাবে কোন সংসার ভেঙ্গে দেয়া যায়। আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর তালাককে হালাল করেছেন ঠিকই কিন্তু এই বিষয়টি আল্লাহ অপছন্দ করেন। সূরা আল আরাফ-এর ১৭ নং আয়াতে শয়তান open declaration দিয়ে বলেছে ঃ "আমি মানব জাতির ডান দিক দিয়ে আসব, বাম দিক দিয়ে আসব, সামনের দিক দিয়ে আসব, পেছন দিক দিয়ে আসব"। অর্থাৎ সে সর্বপ্রকারে মানুষের ক্ষতি সাধন করতে বদ্ধপরিকর। একথা আমাদের মোটেই অজানা নয়। সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ইবলিসের পাতা ফাঁদে পড়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

সুখি দাম্পত্য জীবন

স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং পরম নির্ভরশীলতাই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের সব সুখ-শান্তি ও আনন্দের চাবিকাঠি। অর্থের প্রাচুর্য, স্বামীর সামাজিক প্রতিপত্তি, স্ত্রীর সৌন্দর্য সবই বৃথা যদি উভয়ের মাঝে প্রীতি-ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বন্ধন অটুট না থাকে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বস্সুলভ আচার-আচরণ অথবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অহেতুক সন্দেহ, তার কোন দুর্বলতা নিয়ে খোঁটা দেয়া, তার সামর্থের অতীত কোন আব্দার - এগুলোর যেকোনটিই দু'জনের মাঝে তিক্ততার কারণ। ফলশ্রুতিতে দু'জনের দাম্পত্য জীবন এগিয়ে যায় বিচ্ছেদের দিকে। সংসারের কাজ কর্মে স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সর্বদা সহযোগিতা করলে তার প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা অনেকগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একে অপরের দোষ-ত্রুটি না খুঁজে বরং উচিত নিজেদের আচার-ব্যবহার অধিকতর নমনীয়-কমনীয় করা। অন্যের কাছে কুৎসা না গেয়ে বা অভিযোগ না করে নিজেদের মাঝে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করে সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলাই হচ্ছে উত্তম পন্থা। ঘরের দুর্গন্ধ বাইরে ছড়ানো নিতান্তই বোকামী। তাছাড়া বর্তমান যুগের চাহিদা মেটাতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সাধারণতঃ বাইরে কাজ করে থাকেন। কাজের শেষে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে রান্না এবং সন্তানপালনের দায়িত্বটাও বহন করতে হয়। এখানেই স্বামীর সহযোগিতা ও ত্যাগ সুলভ মনোভাবের বিশেষ প্রয়োজন। মূলতঃ দু'জনের মাঝে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বড়ই জরুরী।

নিজের অন্তত পাঁচটি দোষ খুঁজে বের করি

--- সাইদুল হোসেন

দোষে-গুণে মিলেই মানুষ। সম্পূর্ণ নির্দোষ বা সম্পূর্ণ গুণহীন মানুষ হতে পারে না। তবে আমাদের দোষগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে যাতে সেই দোষগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। আর সেজন্যই আমার দোষগুলো খুঁজে বের করা প্রয়োজন। যেমন ঃ আমি কি সামান্য কারণে রেগে যাই? খুব বেশী তর্ক করি? আমার মাঝে মিথ্যা কথা বলার বা পেঁচিয়ে বলার প্রবণতা আছে? কথা দিয়ে কথা রাখিনা? স্ত্রীর/স্বামীর প্রতি, সন্তানদের প্রতি যত্নবান নই? বৃদ্ধ মা-বাবার খবর নিই না? ধর্মেকর্মে অমনোযোগী? অতিরিক্ত খরচ করি? অন্যের প্রশংসা সহ্য করতে পারিনা? অন্যের গীবত করি? পরচর্চা-পরনিন্দা করে থাকি? হিংসা করি? ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের আমিটাকে খুঁজে বের করুন, সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করুন, উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

আমার সলাতের কোয়ালিটি কিভাবে উন্নত করবো?

১) অল্প পানি দিয়ে খুবই যত্নসহকারে ওযু করুন, পানির অপচয় করবেন না। ----সম্পাদক

২) নামাযের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করুন। প্রয়োজনে নামাযের জন্য এক সেট পরিষ্কার কাপড় আলাদা করে রাখতে পারেন।

৩) নামাযের ভেতর সূরাগুলো খুবই আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করুন এবং সেইসাথে অর্থগুলো অনুধাবন করতে থাকুন। দাঁড়ানো অবস্থায় আপনার দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানের উপর। নামাযের মধ্যে নড়া-চড়া না করার চেষ্টা করুন।

৪) খুবই ধীরে ধীরে রুকুতে যাবেন, রুকুর সময় পিঠ যেন সোজা থাকে, বাঁকা যেন না হয় এবং আপনার দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখুন। রুকুতে দীর্ঘ সময় কাটান এবং তাছবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়তে থাকুন এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। রুকুতে তাছবীহগুলো তিনবার করে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তারও বেশী সংখ্যক পড়ার চেষ্টা করুন। রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ।

৫) রুকু থেকে খুবই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় নেবেন এবং দু'আ পড়বেন। রুকু থেকে উঠে সাথে সাথেই তাড়াহুড়ো করে সিজদায় যাবেন না।

৬) এবার সিজদায় যাবেন খুবই ধীরে ধীরে। সিজদায় অবশ্যই দীর্ঘ সময় কাটাবেন এবং তাছবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়বেন, সেইসাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করতে থাকুন। এখানে খেয়াল করুন আপনার মালিক, আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দেখছেন এবং আপনি যা-যা প্রয়োজন তা তার কাছে আকুল আবেদনের মাধ্যমে বলছেন। মনে রাখবেন, সিজদায় আপনি আপনার নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে যা-যা চাওয়ার তা চাইতে পারেন। দুই সিজদার মাঝে বসে যথেষ্ট সময় নিন এবং দু'আ পড়ুন, এই দু'আতে রিযিক বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।

৭) শেষ বৈঠকে আরাম করে বসুন, আপনার দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদত আঙুলের উপর রাখুন। এখানেও খুবই ধীরে সুস্থে সব কিছু পড়ুন এবং অর্থ অনুধাবন করুন। শেষের দিকে নিজের ভাষায়ও মহান পালনকর্তার নিকট কিছু চাইতে পারেন বা দু'আ করতে পারেন।

৮) নামায শেষে যখন সালাম ফিরাবেন তখন অন্তর থেকে সত্যিকার অর্থেই আপনার ডানে-বামে সকলের জন্য শান্তি কামনা করবেন।

৯) ফরজ নামায শেষ করে সাথে সাথেই সুন্নত নামায পড়া শুরু করে দেবেন না যদি কোন জরুরী কাজ না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ নামায আদায়ের পরে কিছু তাছবীহ পাঠ করতেন। আপনিও ফরজের পর আরাম করে বসুন এবং ধীরে ধীরে তাছবীহগুলো পাঠ করুন এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করুন। তোতা পাখির মত তাড়াহুড়ো করে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা শেষ করার জন্য তাছবীহ পড়বেন না। মনে মনে খেয়াল করুন আল্লাহ সত্যিই মহান, আল্লাহ সত্যিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সত্যিই পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য অবধারিত। আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

১০) শয়তান নামাযের মধ্যে চেষ্টা করবে আপনার মনকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকবেন। আপনি যখন সচেতন থাকবেন তখন শয়তান হয়ত অন্য পলিসি এপ্লাই করবে, সে আপনার মনের মধ্যে ভালো ভালো চিন্তার বিষয় এনে দেবে। যেমন ঃ আপনার দান-সদাকা, আপনার পরোপকার, আপনার ইসলামের কাজ ইত্যাদি। কিন্তু নামাজের মধ্যে এগুলোও চিন্তা করা যাবে না।

১১) যদি নামাযে কোন ভুল হয়েই যায়, যেমন কয় রাক'আত পড়েছেন ঠিক মনে করতে পারছেন না, তখন নামাজ শেষ করার আগে অবশ্যই দুইটা সহু সিজদাহ দিবেন। যখন সহু সিজদাহ দেয়া হয় তখন শয়তান খুব কষ্ট পায়, কারণ তার শেষ হাতিয়ারটাও আপনি নষ্ট করে দিলেন।

আরো কিছু টিপ্‌স ঃ

- ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাযে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- নামাযের আগে খাবার সামনে এসে গেলে খাবার আগে খেয়ে নেবেন।
- খুব ভরা পেটেও নামাযে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ থাকলে নামাযে দাঁড়াবেন না, ওটা আগে সেরে নেবেন।
- দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে নামাযে দাঁড়াবেন না।
- নামাযে এদিক ওদিক তাকাবেন না, দৃষ্টি রাখুন সিজদার স্থানে।
- নামাযের মধ্যে নাক, কান বা শরীর চুলকাবেন না এবং নামাযের মধ্যে কাপড় ঠিক করবেন না যদি সতর বের হয়ে না গিয়ে থাকে।
- নামাযের মধ্যে খামোখা নড়া-চড়া করবেন না।
- চুলায় রান্না রেখে নামাযে দাঁড়াবেন না, মন বারবার রান্না ঘরের দিকে চলে যেতে পারে, নামাযে মনোযোগ থাকবে না।
- অপরিষ্কার কাপড় পরে বা ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে নামাযে দাঁড়াবেন না।
- খুব দ্রুত সূরা কেরাআত পড়বেন না এবং খুব দ্রুত নামায শেষ করবেন না। সবই করবেন ধীরে ধীরে।
- আওয়াল ওয়াক্তেই নামায পড়া উত্তম অর্থাৎ যখন নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং ওয়াক্ত শেষের দিকে নামায রেখে দিবেন না।
- ইমামের আগে রুকু-সিজদা দিবেন না এবং সালাম ফিরাবেন না।
- ফরজ নামাযগুলো অবশ্যই জামাতে পড়ার চেষ্টা করুন।
- গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

সুন্দর ও অসুন্দর কথা

----জাবেদ মুহাম্মাদ

সুন্দর কথা

সুন্দর বা সকলের পছন্দনীয়, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কথা বলার ধরণ আমাদের জানা প্রয়োজন। কেননা সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সুন্দর কথা বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য সুন্দর করে কথা বলা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং দৃষ্টিপাত ঃ

১) বাঁকা চোখে তাকিয়ে, ভ্রু কুঞ্চিত করে, বাঁকা-বাঁকা, পেচানো, কথায় কথায় বাশ মারামারি না করে সোজা করে কথা বলতে চেষ্টা করা।
২) ভাষার ও কথার জটিলতা বা কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ, সকলের বোধগম্য করে কথা বলা।
৩) সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে কথা বলতে চেষ্টা করা, অসুন্দর, অসামাজিক, অশ্রাব্য মন্দ ভাষাগুলোকে কথোপকথনে ব্যবহার না করা।
৪) যেকোন কথা প্রকাশ্যে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা একটি দান।"
৫) কোমল ভাষায় কথা বলা উত্তম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ "এটা আল্লাহরই দয়া যে, তুমি তোমার সাথীদের প্রতি কোমল। তা না হয়ে তুমি যদি কঠোর হতে তাহলে, তারা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)
৬) সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা,
৭) স্পষ্ট ও উপস্থিত শ্রোতার বা যার উদ্দেশ্যে কথা তার বোধগম্য করে বলা,
৮) আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণতা পরিহার করে বইয়ের ভাষায় বিশুদ্ধ কথা বলা,
৯) শ্রোতার বা উপস্থিত সভ্যদের কল্যাণকামী, হিতকর কথা বলা,
১০) বাসায়, সামাজিক পরিমন্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে একইভাবে সবসময় কথা বলার চেষ্টা করা,
১১) সদালাপী ও মিষ্টভাষী হওয়া,
১২) অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা,
১৩) তর্ক-বিতর্ক না করা, তর্কে কোন সমাধান হয় না,
১৪) শুধু যুক্তি দেখিয়ে কথা না বলা, সব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। কাজেই অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা-- যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে,
১৫) একজনের পেছনে বা অনুপস্থিতিতে আরেকজনের কাছে তার প্রসঙ্গে মন্দ কথা না বলা। এটি গীবতের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি অবধারিত। তাছাড়া নিজের মান, মর্যাদা, সম্মান, পজিশানই হয়ে উঠে প্রশ্নবিদ্ধ,
১৬) কথা বলার ক্ষেত্রে এমন মনে করা আল্লাহর দেয়া যবানকে আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা,
১৭) কটু কর্কশ, রুক্ষ, আঘাত বা হিট করামূলক, অপমানসূচক কথা না বলা,
১৮) অপ্রাসঙ্গিক, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা,
১৯) শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রুপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা,
২০) মিথ্যা কথা না বলা কারণ মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী,
২১) কারোর নামে অপবাদ না দেয়া, কারণ এমন অপবাদ একসময় আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তা মনে রাখা,
২২) শপথ না করা কারণ সময়ের ব্যবধানে বিপদ কেটে গেলে উদ্ধার হয়ে গেলে বা সুসময়ে সে শপথের কথা অনেকেরই মনে থাকে না। যদিও এটি মানার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কঠোর,
২৩) কথায় কথায় চেঁচামেচি করা, জোরে কথা বলা, মেজাজ গরম করে কথা না বলা,
২৪) অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো,
২৫) মেয়েরা মেয়েদের মত, মহিলারা মহিলাদের মত, ছেলেরা ছেলেদের মত, পুরুষেরা পুরুষের মত কথা বলা,
২৬) স্থান-কাল পাত্রভেদে কথা বলা,
২৭) ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা, অশ্লীল, গালি বা বকা দিয়ে কথা না বলা,
২৮) কখনো কখনো আনন্দদায়ক, বৈধ রসিকতা করে কথা বলা,
২৯) কারোর কথা বলতে যেয়ে নেতিবাচক বিশ্লেষণ গাধা, গর্দভ, বোকা, পাগল-ছাগল, গরু, বলদ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে কথা না বলা,
৩০) লোকজনের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রশংসা করা। বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা না করা,
৩১) যে আপনার উপকার করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উত্তম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।" (আবু দাউদ)
৩২) সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া, আপনার ব্যাপারে শ্রোতার কোন কথা, কোন পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শ-দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো,
৩৩) ভাষা আল্লাহর মহিমা: সুতরাং সব সময় তার পবিত্রতা রক্ষা করা,
৩৪) শ্রোতার জন্যে দু'আ করা, আপনার শুভ কামনার কথা তাকে বলা,
৩৫) ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে আমি দুঃখিত কথাটি বিনয়ের সাথে বলার চেষ্টা করা,

সর্বোপরি এমন কথা না বলা যাতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কষ্ট পায় - এ নীতিতে প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে সচেতনতার সাথে স্রষ্টা ও মানুষের পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মেজাজে কথা বলার চেষ্টা এবং বাস্তবায়ন করা সচ্চরিত্রের উত্তম বহিঃপ্রকাশ। যা সকল মানুষ একে অপরের কাছে প্রত্যাশা করে এবং পাওয়ার অধিকারও রাখে।

বাকি অংশ পরবর্তী পাতায়.....

অসুন্দর কথা

অসুন্দর কথা মানে সর্বত্র অশান্তির বিষ বাস্প ছড়িয়ে দেয়া। অসুন্দর কথার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে অস্থির হয়ে উঠতে পারে জনগোষ্ঠী, ভূ-লুণ্ঠিত হতে পারে দুনিয়ার শান্তি। কিন্তু কিভাবে -

১) অসুন্দর কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।
২) পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ শুরু হয়।
৩) সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়।
৪) প্রতিবেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে এগিয়ে আসতে চায় না।
৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
৬) একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়। বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।
৭) পরিবারের ভাঙ্গন শুরু হয়, সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৮) রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।
৯) মান-ইজ্জত, সম্মান, পজিশান বিনষ্ট হয়।
১০) সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।
১১) ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।
১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ বিলীন হয়ে যায়।
১৩) এমন ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করলেও প্রতিবেশীরা লাশ দাফন করতে যেতে চায় না।
১৪) রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে।
১৫) সর্বোপরি দুনিয়ায় অশান্তি এবং আখিরাতে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া অবধারিত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং এমন অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিস্তার ঘটানো উচিত সুন্দর করে কথা বলা, আমাদের হওয়া উচিত সদালাপী।

একজন নন-মুসলিম ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিকের মুসলিম হওয়ার ঘটনা

এটি আফগানিস্তানের একটি ঘটনা। আমেরিকা-ব্রিটিশ সেনারা যখন আফগানিস্তান দখল করে আছে সেই সময়ের একটি সত্য ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। তালেবান বাহিনী Yvonne Ridley নামে এক ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিককে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং বেশ কিছুদিন তাকে তাদের নিষিদ্ধ এলাকায় একটি বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখে।

ঐ ব্রিটিশ মহিলা সাংবাদিক যখন তালেবানদের হাত থেকে মুক্তি পান তখন তিনি ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং অপহরণ অবস্থায় যে দিনগুলি তিনি মুজাহিদদের সাথে অতিবাহিত করেছিলেন তার উপর তিনি একটি বই লিখেছেন যা প্রথম প্রকাশের সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের উপর সেমিনার করে বেড়াচ্ছেন। মুজাহিদরা যখন Yvonne Ridley-কে মুক্ত করে দেন তখন তাকে একটি ছোট্ট শর্ত দিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে যেন ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে আল কুরআনুল কারীমকে একবার পড়েন। তিনি ফিরে এসে শর্তানুযায়ী গোটা কুরআনের ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়েছিলেন। সেই Yvonne Ridley-র একটি ঘটনা এখানে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরছি। তিনি তার বইয়ে বর্ণনা করেছেন তার নিজ চোখে দেখা Beauty of Islam। তিনি দেখেছেন মুসলিম মহিলাদের পর্দার বাস্তব রূপ। তিনি দেখেছেন মহিলাদের সম্মান। তিনি দেখেছেন মুসলিমদের পবিত্র চরিত্র, প্রকৃত সৎব্যবহার ইত্যাদি।

একদিন ঐ ব্রিটিশ মহিলা গোসলের পর তার ব্রা বাড়ির উঠানে একটি দড়ির উপর রোদে শুকাতে দিয়েছেন। এক সময় মুজাহিদ বাহিনীর লীডার এসে তাকে পরামর্শ দিলেন যে এভাবে খোলা জায়গায় পরপুরুষের সামনে তার ব্রা রোদে না দেয়াই উচিত। কারণ পুরুষরাতো মানুষ, আর শয়তানের প্ররোচণায় মানুষ ভুল করতে পারে। তাই তার এই undergarment দেখে কারো মনে খারাপ চিন্তা আসতে পারে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে। এখানে শিক্ষণীয় যে, দেখুন মহিলাদের পর্দার বিষয়টা কত সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ। একজন মহিলার অনেক দিক চিন্তা করতে হয়, আল্লাহ তাকে এত দিক দিয়ে গুণ দিয়েছেন যে, যে কোন একটি দিক দেখেই পরপুরুষ আকর্ষণ বোধ করতে পারে। আর একজন মহিলার কোন কিছু দেখে যদি কোন পরপুরুষ আকর্ষণ বোধ করে বা মনে মনে খারাপ চিন্তা করার প্রয়াস পায় তাহলে তার জন্য আখিরাতের ময়দানে ঐ মহিলাকেই সর্ব প্রথমে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। Yvonnne Ridley সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য তার ওয়েবসাইট দেখুনঃ http://yvonneridley.org/ (Yvonnne Ridley British-born, award-winning Journalist, Broadcaster, Human Rights Activist)

পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা নিষেধ

- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা (গায়ের মুহাররাম) মহিলাদের নিকট গমন করা থেকে দূরে থাক।" (বুখারী)
- আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীদের অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।" (তাবারানী)
- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে পুরুষ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার শয্যায় বসবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিষধর অজগর সাপ নিযুক্ত করে দেবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)
- আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুহাররাম সংগী ছাড়া কোন মহিলা সফর করবেনা এবং কোন মুহাররামকে সংগে না নিয়ে কোন পুরুষ কোন মহিলার কাছে যাবে না।" (বুখারী)
- জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি কখনো একাকীত্বে কোন মহিলার নিকট বসবে না যদি সেই মহিলার কোন মুহাররাম পুরুষ উপস্থিত না থাকে। কেন না তা করা হলে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে উপস্থিত থাকে শয়তান।" (আহমাদ)

নতুন নতুন বানানো দুরূদের রহস্য

দুরূদ বলতে আরবী ভাষায় কোন শব্দ নেই, এটা ফার্সি শব্দ। ফার্সিতে দুরূদ মানে 'ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা'। যাহোক, আমরা নামাযের মধ্যে যে দুরূদটা পড়ে থাকি তাকে বলা হয় দুরূদে ইব্রাহীম যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও পড়েছেন আমাদেরকেও পড়তে বলেছেন।

কিন্তু এই দুরূদের পরেও বাজারে আরো অনেক রকম দুরূদের ছড়াছড়ি দেখা যায় অথচ কোন সহীহ হাদীসে এদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে এই সব দুরূদ আসলো কিভাবে? যেমন ঃ দুরূদে হাজারী, দুরূদে লাখী, দুরূদে তাজ, দুরূদে শিফা, দুরূদে তুনাজ্জিনা ইত্যাদি। দুরূদে হাজারীর যিনি আবিস্কারক তাদের কমিটির সাথে চট্টগ্রামে সরাসরি যোগাযোগ করে এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো তাদের পীর সাহেবকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুরূদটা দিয়েছেন এবং "হাজারী" নামকরণের অর্থ হলো এই দুরূদ যে পড়বে তার জন্য এক হাজার ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে। এখন প্রশ্ন ঃ

- এই দুরূদটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাংলাদেশে এতো বড় বড় আরো অনেক পীর সাহেব থাকতে এককভাবে তাঁকেই কেন দিলেন?
- দুরূদের নামটা আবার বাংলায়, তার মানে কী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু বাংলাদেশীদের জন্য এই দুরূদটা দিয়েছেন?
- যদি শুধু বাংলাদেশী বা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পাঠিয়ে থাকেন তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলিমদের কী হবে? তারা তো তাহলে এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে!
- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী তাহলে বাংলাদেশীদের খুব ভালোবেসে কিছু কিছু স্পেশাল আমল বাংলায় দিয়েছেন!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, নিজেদের বিবেক বুদ্ধি একটু খাটানোর চেষ্টা করুন। চিলে কান নিয়েছে কেউ বললেই তার পিছনে দৌড়াবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু বাংলাদেশীদের জন্য এসেছিলেন নাকি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এসেছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে অথবা স্বশরীরে মদিনা থেকে বাংলা, উর্দু বা হিন্দিতে নানা রকম দুরূদ বাংলাদেশী, পাকিস্তানী বা ইন্ডিয়ান পীর হুজুরদের নিকট সাপ্লাই দিচ্ছেন তাহলে আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের কী হবে? একটা ফর্মুলা পরিস্কার মনে রাখবেন, যে সকল সহজ আমল জান্নাতে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা দেখায় বা অতি অল্প পরিশ্রমে আপনার জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিচ্ছে সেগুলো থেকে খুব সাবধান। এই সকল আমল করার আগে অবশ্যই এর authentic দলিল আল কুরআন ও সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে যাচাই করে নিবেন। তা না হলে আপনি এবং আপনার হুজুর দু'জনেই আখিরাতের ময়দানে বড় ধরণের ঝামেলায় পড়বেন আর দু'জন দু'জনকে দোষারোপ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় আল কুরআন আর সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যা কিছু দিয়ে গেছেন সেগুলোই তো পালন করে শেষ করতে পারবেন না, তার উপর আবার কেন অতিরিক্ত বোঝা নিচ্ছেন ?

ভিত্তিহীন আরো কিছু দু'আ ঃ বাজারে বিভিন্ন অজিফার বই পাওয়া যায় তার মধ্যে পাবেন দু'আয়ে গঞ্জল আরশ এবং আহাদ নামা, যার ফজিলত বলাই বাহুল্য। এই ধরণের দু'আর বর্ণনা কোন সহীহ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ নেই। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরণের কোন প্রকার দু'আ তাঁর উম্মতদের জন্য দিয়ে যান নাই। তাই এইগুলো পড়া ও আমল করা সম্পূর্ণরূপে বিদআত ও গুনাহের কাজ। হয়তো এটা মুসলিমদের শত্রুর কারসাজী, তারা চায় মুসলিমরা যেন শুধু দু'আ পড়ে ফজিলতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রকৃত ইবাদত থেকে দূরে/গাফেল থাকে। তাই এই ধরণের বানানো দু'আ-দুরূদ পড়া থেকে সাবধান।

কুরআনের আয়াতের ফজিলত ঃ এই সকল ভিত্তিহীন অজিফার বইয়ের মধ্যে আরো পাবেন 'সূরা হাশরের' শেষ তিন আয়াতের ফজিলত এবং 'সূরা তওবার' শেষ দুই আয়াতের ফজিলত। এই আয়াতগুলো নিয়ম করে সকাল-সন্ধ্যা পড়লে নানা রকম ফজিলতের বর্ণনা কোন সহীহ হাদীসে নেই। তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে তিলাওয়াত করতে বলা হয়েছে।

----The Way is One

"আমি অনেক জানি" এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসি

"আমি অনেক জানি"এটা self development এবং teamwork এর জন্য একটা বড় সমস্যা, বড় বাধা। বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানি তাকেই অনেক জানি মনে করা এবং তর্ক করা। ভুল বুঝবেন না, এখানে সবার কথা বলা হচ্ছে না, এটা আমাদের মুসলিম সমাজের একটা common চিত্র। আপনি সব জানেন বা ভালই জানেন এই মনোভাব যদি মনের মধ্যে রাখেন তাহলে আপনি নিজেই নিজের জানার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাই আমাদের মনোভাব এমন হওয়া উচিত যে অন্যরা আমার চেয়ে বেশী জানে। যেমন একটা প্রোগ্রামে গেলাম, সেখান থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হওয়ার উপায় হচ্ছে না-জানার ভান করে বসে বসে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ঐ প্রোগ্রামে আমিই সবচেয়ে কম জানি এটা মনের মধ্যে রাখা। তাহলে এক সময় দেখবেন যে আপনি যে সকল বিষয় জানতেন না তা অনেক জেনে গেছেন কারণ জানার তো শেষ নেই। আর ঐ প্রোগ্রামে যদি আমি নিজেকে জাহির করতে চাই অর্থাৎ নিজে অনেক জানি এটা প্রকাশেই ব্যস্ত থাকি তাহলে বেশী দূর এগুতে পারব না। আবার প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অনেক কিছুই জানা যায় এবং পরিষ্কারও হওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এমন হওয়া যাবে না যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার আমি আমার পান্ডিত্যকে প্রকাশ করতে চাচ্ছি অথবা প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে না যে বক্তাকে বা অন্যদেরকে আটকানো বা নাজেহাল করা।

---আবু জারা

আমার সন্তানের শিক্ষা

আস্সালামু আলাইকুম -সন্তানদের সালামের প্রকৃত অর্থ শিখিয়ে দিন। অর্থাৎ "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক" বা "Peace be upon you"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সময়ে সালামের খুব বেশী বেশী প্রচলন করেছিলেন। সাহাবীরা যখন কৃষি কাজ করতে করতে গাছের আড়াল হতেন এবং একটু পর যখন আবার দেখা হতো তখন একে অপরকে সালাম দিতেন। অর্থাৎ তারা সারাদিনে অসংখ্যবার নিজেদের মধ্যে সালাম বিনিময় করতেন।

অনেক বাসায় ফোন দিলে শুনা যায় যে সন্তানরা ফোন রিসিভ করে শুধু বলে "হ্যালো", অর্থাৎ তারা ফোন রিসিভ করে সালাম দেয় না। আবার কারো সাথে দেখা হলেও সালাম দেয় না। অনেক বাবা-মায়েরাও ফোন রিসিভ করে সালাম দেন না। বাবা-মারা যদি নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন করেন তাহলে সেটা শুনেও সন্তানেরা অনেকটা শিখে নিবে।

আপনার সন্তানদেরকে বুঝিয়ে বলুন সালাম দিতে হয় সত্যিকারভাবে অন্তর থেকে। তাতে যেন artificial কিছু না থাকে অর্থাৎ formalities এর মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। তার মানে "আমি যখন কাউকে সালাম দিচ্ছি সত্যিকার অর্থেই তার শান্তি কামনার দু'আ করছি"। সালাম দেয়ার সময় তার অর্থটা মনের মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ আমি তার জন্য মঙ্গল কামনা করছি। যেমন আমরা যখন জামাতে নামায পড়ি তখন নামায শেষে ডানে বামে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে নামায শেষ করি। আমরা যখন নামাযে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলি তখন আমাদের মনের মধ্যে থাকা উচিত যে ঃ "হে আল্লাহ, আমার ডানে যারা আছে তাদেরকে শান্তিতে রাখ এবং বামে যারা আছে তাদেরকেও শান্তিতে রাখ"।

১. সবাইকে সালাম দেয়ার অভ্যাস করতে হবে। হতে পারে সে ছোট বা বড় বা বন্ধু।
২. বাসায় ঢুকেই বাসার সকলকে সালাম দিতে হবে।
৩. খালি বাসায় ঢুকেও সালাম দিতে হবে। কারণ ঘরে রহমতের ফিরেশতা থাকে।
৪. ঘুম থেকে উঠে বাসায় যার সাথে দেখা হবে তাকেই সালাম দিবে।
৫. ঘুমাতে যাওয়ার আগে সাবাইকে সালাম দিয়ে ঘুমাতে যাবে।
৬. মসজিদে ঢুকেই সালাম দিতে হবে, কেউ ভেতরে থাকুক আর নাই থাকুক। খালি মসজিদেও ফিরেশতা থাকে।
৭. ফোন আসলে রিসিভার উঠিয়েই আগে সালাম দিতে হবে।
৮. কোথাও ফোন করলে সর্ব প্রথমে সালাম দিয়ে শুরু করতে হবে।
৯. ফোনে কথোপকথন শেষ হলে সালাম দিয়ে ফোন রাখতে হবে।
১০. কারো বাসায় গেলে প্রথমে ঢুকেই সালাম দিতে হবে।
১১. রাস্তা-ঘাটে মুসলিম কারো সাথে দেখা হলেই তাকে সালাম দিতে হবে। হতে পারে সে বাবা-মার বন্ধু বা অপরিচিত।
১২. কারো থেকে বিদায় নেয়ার সময় সালাম দিতে হবে।
১৩. ভুল সংশোধন ঃ সালামকে বিকৃত করা যাবে না। অর্থাৎ শুধু স্লামুয়ালাইকুম বলা যাবে না। কারণ এই বিকৃত সালামের কোন অর্থ হয় না। তাদেরকে বলুন সম্পূর্ণ সালাম পরিষ্কারভাবে দিতে "আস্সালামু আলাইকুম"।
১৪. নন-মুসলিমদেরকে "Peace be upon you" বলা যেতে পারে।

আমার সন্তানের রিলিজিয়াস রাইটস

আমরা অনেকেই Canadian constitution অনুযায়ী আমাদের Religious rights-গুলো কী কী তা ঠিক মতো জানি না। নিম্নে আমাদের সন্তানদের কিছু religious rights-এর উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১. আমাদের সন্তানেরা চাইলে স্কুলে যোহর ও আসরের নামায পড়তে পারবে।
২. তারা স্কুলে prayer room চাইলে school management অবশ্যই জায়গা দিতে বাধ্য।
৩. চাইলে স্কুলে student-রা জামাত করে একসাথে নামায পড়তে পারবে।
৪. ঈদের দিনে ছুটি চাইলে ছুটি দিতে হবে।
৫. রোযার মাসে রোযা করতে পারবে।
৬. শুক্রবারে সময়মত জুম্মার নামায পড়তে পারবে এবং জুম্মার নামাযের জন্য স্কুলের বাইরে মসজিদে যেতে পারবে।
৭. কেউ চাইলে dance এবং music class পরিত্যাগ করতে পারবে এবং ঐ ক্লাশগুলোর পরিবর্তে সে অন্য কোন assignment করে তার মাধ্যমে marks carry করতে পারবে।
৮. কেউ চাইলে outdoor camping -ও পরিত্যাগ করতে পারবে।
৯. কেউ চাইলে ছেলেমেয়ে এক সাথে swiming class পরিত্যাগ করতে পারবে।
১০. তারা চাইলে Helloween party, Christmas party ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পারবে।
১১. স্কুল বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি student-কে কোন charity organization-এ কিছু নিদিষ্ট ঘণ্টা voluntary করতে হয় এবং এই voluntary কাজ তারা কোন মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টারেও করতে পারবে।
১২. স্কুলে কোন অনুষ্ঠানের সাথে refreshment-এর ব্যবস্থা থাকলে তারা হালাল খাবার পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।
১৩. আপনার মেয়ে চাইলে অবশ্যই হিজাব বা বোরকা পরে স্কুলে যেতে পারবে এবং ইচ্ছে হলে নিকাবও পরতে পারবে।
১৪. আপনার সন্তান চাইলে নন-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী এবং টিচারদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবে।

Women's Rights

আমেরিকা এবং ক্যানাডার constitution অনুযায়ী dress code হচ্ছে Women's rights অর্থাৎ একজন মহিলা যেমন ইচ্ছা তেমন ড্রেস পরতে পারবেন, এক্ষেত্রে কারো কিছু বলার নাই। আর মুসলিম মহিলাদের পর্দা হচ্ছে তাদের religious rights এবং সেই সাথে Women's rights। তাই আপনি পর্দা করতে কিছুতেই সংকোচ বোধ করবেন না। আপনি পর্দা করার কারণে আপনার কর্মক্ষেত্রে বা রাস্তাঘাটে কেউ আপনাকে কিছু বললে আপনি অবশ্যই পুলিশকে ইনফর্ম করতে পারবেন এবং আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন।

-----আবু জারা ও উম্মে জারা

স্বাস্থ্য ভাল রাখি

১) খাওয়ার শুরু ও শেষে দু'আ পড়ুন।
২) ক্ষুধা না লাগলে খাবেন না।
৩) অতিরিক্ত পরিমাণ আহার করবেন না।
৪) অতিরিক্ত চর্বি-মশলা ও লবণযুক্ত খাদ্য এবং নেশা-জাতীয়/উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করবেন না।
৫) প্রতিদিন টক-ঝাল-মিষ্টি-তেতো স্বাদের খাদ্য খাবেন।
৬) পুষ্টিকর খাদ্য খাবেন, প্রচুর পরিমাণে সবজী খাবেন।
৭) সারাদিন প্রচুর পানি খাবেন।
৮) খাওয়ার পরপরই শুতে যাবেন না অথবা কোন ব্যায়াম করবেন না।
৯) খাদ্য ভাল করে চিবিয়ে খাবেন।
১০) রেগে থাকলে অথবা কোন কারণে মেজাজ খারাপ (আপসেট) থাকলে খাবেন না, হজমের ব্যাঘাত ঘটবে।
১১) দ্রুত খাবেন না, ধীরে-সুস্থে এন্‌জয় করে খাবেন।
১২) দিনে দু'বার দাত ব্রাশ করুন। রাতে ঘুমাবার আগে অবশ্যই।

টেনশন ও স্ট্রেস

কম বেশী টেনশনে ভুগি আমরা সবাই। এই ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোনো তফাৎ নেই। আমরা উভয়েই টেনশন নৌকার যাত্রী। টেনশন সৃষ্টি স্ট্রেস্-এর। কথায় বলি I am straised out, life is miserable. রাত পোহালেই আবার ছুটি দৈনন্দিন কাজের পেছনে, আবার টানাপোড়েন চলে টেনশন ও স্ট্রেস্-এর। তাহলে এর থেকে মুক্তির উপায় কী?

টেনশন হওয়ার বড় কারণ দুশ্চিন্তা অথবা বলা যায় অহেতুক দুশ্চিন্তা। সহজভাবে জীবনের সমস্যাগুলোকে গ্রহণ করার মনমানসিকতা গড়ে তুলতে পারলে এবং তদনুযায়ী চললে টেনশন ও স্ট্রেস-এর হাত থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যায়। So take it easy. একটা কথা মনে রাখা দরকার যে "Worry casts a long shadow of a small cause."

---সাইদুল হোসেন

হতাশ না হই

কখনো হতাশ হবেন না। কখনো না। মুমিনের জীবনে হতাশ বলতে কোন শব্দ নেই। হতাশা জীবনে পরাজয় ডেকে আনে। একখানে অথবা প্রথম চেষ্টায় হতাশ হলে অন্যত্র চেষ্টা করতে হবে, দ্বিতীয়বার, তৃতীয় বার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সাফল্য না আসা পর্যন্ত চেষ্টা বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে,

"If the door is shut, look around and you may find a window open." And "When one door closes, another one opens."

সুতরাং হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, উদ্যমটা বাঁচিয়ে রাখুন, সফলতার মুখ দেখা যাবেই, ইনশাআল্লাহ। "A winner never quits and a quitter never wins." কাজেই জীবন চলার পথে হতাশ হবেন না। নিজেকে একজন winner বলে বিশ্বাস করুন, নিজের উপর আস্থা রাখুন। চাই আত্মবিশ্বাস।

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

Donation Appreciated

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম। আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার–আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

"দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com